তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩২০৫

**সিলেটে বিভাগীয় পর্যটন শিল্প বিকাশে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত**

সিলেট, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি) :

সিলেটে বিভাগীয় পর্যটন শিল্প বিকাশে চ্যালেঞ্জ ও সম্ভাবনা শীর্ষক কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়েছে। সিলেট জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের সম্মেলন কক্ষে আজ বিভাগীয় কমিশনার কার্যালয়ের আয়োজনে এ কর্মশালা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্‌ উদ্দিন চৌধুরী।

বিভাগীয় কমিশনার আবু আহমদ ছিদ্দীকী, এনডিসির সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন পুলিশ কমিশনার মোঃ জাকির হোসেন খান। উক্ত কর্মশালায় প্রবন্ধ উপস্থাপন করেন মেট্রোপলিটন বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোঃ জহিরুল হক। পর্যটন শিল্প বিকাশে সরকারের গৃহীত কার্যাবলি নিয়ে মূখ্য আলোচনা করেন বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ডের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা আবু তাহের মুহাম্মদ জাবের। এতে স্বাগত বক্তব্য দেন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার দেবজিৎ সিংহ। এছাড়াও এ কর্মশালায় অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার ও পরিচালক (স্থানীয় সরকার) মোঃ আসিব আহসান, সিলেট, সুনামগঞ্জ, হবিগঞ্জ ও মৌলভীবাজার জেলার জেলা প্রশাসকগণ, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসকগণ, উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তাবৃন্দ, বন অধিদপ্তর, পরিবেশ অধিদপ্তর, সিটি কর্পোরেশন, শাবিপ্রবি’র অধ্যাপক, ট্যুরিস্ট পুলিশ, জেলা পরিষদ কর্মকর্তাসহ বিভিন্ন পর্যায়ের সরকারি কর্মকর্তা, সাংবাদিক নেতৃবৃন্দ ও সিলেটের বিভিন্ন জেলার ট্যুরিজম সংশ্লিষ্ট ব্যবসায়ীরা উপস্থিত ছিলেন।

প্রধান অতিথির বক্তৃতায় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের সিনিয়র সচিব মোহাম্মদ মেজবাহ্ উদ্দিন চৌধুরী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে পর্যটন খাতকে আরো অত্যাধুনিক করে স্মার্ট পর্যটন ব্যবস্থায় রূপান্তর করতে হবে। এতে দেশ-বিদেশের পর্যটকরা আধুনিক সুযোগ সুবিধা পাবে, আন্তর্জাতিক পর্যটন শিল্পে দেশের ভাবমূর্তি উজ্জ্বল হবে এবং পর্যটন খাতে আয় বৃদ্ধি পাবে।

পর্যটন খাতের চ্যালেঞ্জসমূহের মোকাবিলায় তিনি বলেন, যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতির পাশাপাশি পর্যটন এলাকাগুলোর সৌন্দর্য রক্ষায় পরিবেশের ওপর গুরুত্ব দিতে হবে। স্থানীয় গাইডদের প্রশিক্ষিত করতে হবে যাতে তারা দেশি-বিদেশি পর্যটকদের কাছে একটি নির্দিষ্ট পর্যটন এলাকার প্রাসঙ্গিক তথ্য উপস্থাপন করতে পারে। এছাড়াও পর্যটকদের ওয়েবসাইট বা অন্যান্য মাধ্যমে স্মার্ট সুবিধা প্রদান করতে বাংলাদেশ ট্যুরিজম বোর্ড, পর্যটন কর্পোরেশন, বিভাগীয় ও স্থানীয় প্রশাসন ও পর্যটন ব্যবসায়ীদের সম্মিলিতভাবে কাজ করার আহ্বান জানান তিনি।

#

জহির/সায়েম/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/২১০০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী                                                                                            নম্বর : ৩২০৪

**জাতির সার্বিক কল্যাণে তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে**

**-- আবুল হাসানাত আবদুল্লাহ্**

আগৈলঝাড়া (বরিশাল), ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি):

পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি বাস্তবায়ন ও পরিবীক্ষণ কমিটির আহ্বায়ক (মন্ত্রী পদমর্যাদা) আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ বলেছেন, জাতির সার্বিক কল্যাণে তথ্যপ্রযুক্তি অবকাঠামো দেশব্যাপী বিস্তৃত হয়েছে। এর ব্যাপক ও বহুমুখী ব্যবহারে উচ্চপ্রবৃদ্ধি অর্জন করা সম্ভব হয়েছে। এতে করে দেশের দারিদ্র্যতা হ্রাস পেয়েছে ও সামাজিক গতিশীলতা বেড়েছে।

আবুল হাসনাত আব্দুল্লাহ আজ বরিশাল জেলার আগৈলঝাড়া উপজেলায় বিভিন্ন উন্নয়ন প্রকল্প কাজ পরিদর্শন শেষে এক মতবিনিময় সভায় এসব কথা বলেন। এ সময় স্থানীয় জনপ্রতিনিধি ও উপজেলা আওয়ামী লীগ নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

আবুল হাসানাত আব্দুল্লাহ বলেন, স্থানীয় সরকার ব্যবস্থা শক্তিশালীকরণে স্মার্ট বাংলাদেশ গঠন কার্যক্রমে সম্পৃক্ত হওয়ার বিকল্প নেই । তিনি বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী নেতৃত্বে ও ডিজিটাল বাংলাদেশের ব্যানারে দেশের তথ্যপ্রযুক্তি খাতে অভাবনীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। তিনি আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঠিক দিক নির্দেশনায় স্মার্ট বাংলাদেশ গঠনের কাজ সফলভাবে এগিয়ে চলছে। এতে করে ২০৪১ সাল নাগাদ উন্নত বাংলাদেশ বিনির্মাণ সম্ভব হবে। তিনি রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ ও জনপ্রতিনিধিদের সকল প্রকার লোভ-লালসার ঊর্ধ্বে উঠে জনগণের সার্বিক জীবনমান উন্নয়নে সততা, নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে স্ব স্ব দায়িত্ব পালনের আহ্বান জানান। তিনি বরিশাল জেলার সার্বিক উন্নয়নে সকলের ঐক্যবদ্ধ প্রয়াস কামনা করেন। এ ব্যাপারে তাঁর পক্ষ থেকে সার্বিক সাহায্য সহযোগিতা অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেন।

#

আহসান/সায়েম/মোশারফ/সেলিম/২০২৪/২০৩৫ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২০৩

**পবিত্র শবেবরাত উপলক্ষ্যে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি):

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন ‘পবিত্র শবেবরাত’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

‘‘পবিত্র শবেবরাত মুসলমানদের জন্য অত্যন্ত মহিমান্বিত ও বরকতময় এক রজনী। এ উপলক্ষ্যে আমি দেশবাসীসহ সমগ্র মুসলিম উম্মাহকে জানাই আন্তরিক মোবারকবাদ।

মাহে রমজান ও সৌভাগ্যের আগমনী বারতা নিয়ে পবিত্র লায়লাতুল বরাত আমাদের মাঝে সমাগত। উপমহাদেশে শবেবরাত প্রধানত সৌভাগ্যের রজনী হিসাবে পালিত হয়। পবিত্র এ রজনী আল্লাহ্‌ তা’য়ালার বিশেষ অনুগ্রহ ও ক্ষমা লাভের অপার সুযোগ এনে দেয়। ইসলাম শান্তি ও কল্যাণের ধর্ম। মানুষের ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তির জন্য ইসলামের সুমহান আদর্শ আমাদের পাথেয়। শবেবরাতের এই পবিত্র রজনীতে আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর দরবারে অশেষ রহমত ও বরকত কামনার পাশাপাশি দেশের অব্যাহত অগ্রগতি, কল্যাণ এবং মুসলিম উম্মাহর বৃহত্তর ঐক্যের প্রার্থনা জানাই। সৌভাগ্যমণ্ডিত পবিত্র শবেবরাতের পূর্ণ ফজিলত আমাদের ওপর বর্ষিত হোক।

আর কিছুদিন পরই আসছে পবিত্র রমজান মাস। বিশ্বব্যাপী অর্থনৈতিক সংকটের জন্য দেখা দিয়েছে মূল্যস্ফীতির ঊর্ধ্বগতি। এ প্রেক্ষিতে সমাজের অসহায়, দরিদ্র ও দুর্দশাগ্রস্ত মানুষের সহায়তায় এগিয়ে আসতে আমি বিত্তবানদের প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। পরম করুণাময় সকল সংঘাত-সংকট থেকে বিশ্ববাসীকে রক্ষা করুন।

পবিত্র শবেবরাত সকলের জন্য রহমত, বরকত, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ বয়ে আনুক, মহান আল্লাহর দরবারে এ প্রার্থনা করি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।’’

#

শিপলু/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/২০১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৯১

**পবিত্র শবেবরাত উপলক্ষ্যে** **প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৫ ফেব্রুয়ারি পবিত্র শবেবরাত উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“পবিত্র শবেবরাত উপলক্ষ্যে বাংলাদেশসহ বিশ্বের সকল মুসলমানকে আমি আন্তরিক মোবারকবাদ জানাই। মানবজাতির জন্য সৌভাগ্যের এই রজনী বয়ে আনে মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের অশেষ রহমত ও বরকত। এ রাতে আল্লাহপাক ক্ষমা প্রদর্শন এবং প্রার্থনা পূরণের অনুপম মহিমা প্রদর্শন করেন।

এই রাতে আল্লাহর অশেষ রহমত ও নিয়ামত বর্ষিত হয়। পবিত্র এই রাতে ইবাদত-বন্দেগির মাধ্যমে আমরা মহান আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারি। অর্জন করতে পারি তাঁর অসীম রহমত, নাজাত, বরকত ও মাগফেরাত।

পবিত্র শবেবরাতের মাহাত্ম্যে উদ্বুদ্ধ হয়ে মানবকল্যাণ ও দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য সকলের প্রতি আমি আহ্বান জানাচ্ছি।

আসুন, সকল প্রকার অন্যায়, অনাচার, হানাহানি ও কুসংস্কার পরিহার করে আমরা শান্তির ধর্ম ইসলামের চেতনাকে ব্যক্তি, সমাজ ও জাতীয় জীবনের সকল স্তরে প্রতিষ্ঠা করি।

পবিত্র এই রজনীতে আমি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামিনের কাছে প্রিয় মাতৃভূমি বাংলাদেশ ও মুসলিম জাহানের উত্তরোত্তর উন্নতি, শান্তি, সমৃদ্ধি ও কল্যাণ কামনা করছি।

মহান আল্লাহতায়ালা আমাদের সকলকে হেফাজত করুন, আমিন।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/রবি/মোশারফ/আলী/সেলিম/মানসুরা/২০২৪/২১৪৫ ঘন্টা

তথ্যববিরণী নম্বর: ৩২০২

**রমজানে দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা রয়েছে**

**-সমাজকল্যাণ মন্ত্রী**

চাঁদপুর, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি):

সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি বলেছেন, রমজানে দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে রাখতে সরকারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা রয়েছে। তবে এক্ষেত্রে সকলের সহযোগিতা প্রয়োজন বলে মন্তব্য করেছেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী ডা. দীপু মনি।

আজ চাঁদপুর হাসান আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধন শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

মন্ত্রী বলেন, রমজানে মানুষ যাতে এতটু স্বস্তিতে থাকে, তার জন্য সরকার সর্বাত্মকভাবে কাজ করে যাচ্ছে। দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে স্থানীয় প্রশাসন-পুলিশ যেমনি কাজ করবে, তেমনি ব্যবসায়ী সমিতিগুলো যদি কাজ করে তাহলে দ্রব্যমূল্য মানুষের ক্রয়সীমার মধ্যে রাখা সম্ভব। অন্যান্য যে সমস্যা রয়েছ, তার জন্য তো সরকার কাজ করে যাচ্ছেই।

মন্ত্রী আরো বলেন, ধর্ম পালনের ক্ষেত্রে ধর্মীয় লেবাসের বিষয়ে আমরা যতটা মনোযোগী, তার পাশাপাশি যদি ধর্মীয় আচরণের ক্ষেত্রে আরো মনোযোগী হই তাহলে এই মজুতদারি বা অতিরিক্ত মুনাফা করার প্রবৃত্তি থাকে না। রমজান মাস সংযমের সময়, আমরা যেন সব ক্ষেত্রে সব সময় সংযম হই। ধর্ম চর্চার বিষয়। নিজেদের মূল্যবোধ সঠিক হলে মানুষকে কষ্ট দেওয়ার কাজটি কেউ আর করত না।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন চাঁদপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আলহাজ নুরুল ইসলাম নাজিম দেওয়ান, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইয়াসির আরাফাত, সহকারী কমিশনার (ভূমি) হেদায়েত উল্লাহ, হাসান আলী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ব্যবস্থাপনা কমিটির সভাপতি হাসান ইমাম বাদশা প্রমুখ।

#

জাকির/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৯৩০ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর: ৩২০১

**অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি রোধে ভোক্তাদেরও সতর্ক থাকার আহ্বান খাদ্যমন্ত্রীর**

পোরশা (নওগাঁ), ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি):

আসন্ন রমজানে নিত্যপণ্যের দাম নিয়ে অসাধু ব্যবসায়ীদের কারসাজি রোধে স্থানীয় প্রশাসনের পাশাপাশি ভোক্তাদেরও সতর্ক থাকার আহ্বান জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ পোরশা উপজেলা পরিষদ মিলনায়তনে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিল হতে প্রাপ্ত চেক উপকারভোগীদের মাঝে বিতরণ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী একথা বলেন। তিনি বলেন, নির্বাচনের পরেই চালের দাম বাড়িয়ে একটি চক্র খেলতে চেয়েছিলো। তাদের সে খেলা আমরা শক্তভাবে দমন করতে সক্ষম হয়েছি। প্রশাসনিকভাবে আমরা তাদের চক্রান্ত প্রতিহত করেছি উল্লেখ করে তিনি বলেন, চালের বাজার এখন একটা স্থিতিশীল অবস্থায় এসেছে।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ত্রাণ ও কল্যাণ তহবিলের চেক অনেকেই পেয়েছেন। দলমত নির্বিশেষে দেশের মানুষ প্রধানমন্ত্রীর দেওয়া সাহায্য পায় বলেও উল্লেখ করেন খাদ্যমন্ত্রী। এসময় তিনি সকলকে প্রধানমন্ত্রীর জন্য দোয়া এবং তার পাশে থাকার আহ্বান জানান। উপজেলার ৩৭জন উপকারভোগীর প্রতিজনকে ৫০ হাজার টাকার চেক বিতরণ করেন খাদ্যমন্ত্রী।

উপজেলা প্রশাসনের আয়োজনে ইউএনও আরিফ আদনানের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান অধ্যক্ষ শাহ্ মঞ্জুর মোরশেদ চৌধুরী, উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি আনোয়ারুল ইসলাম, সাধারন সম্পাদক মোফাজ্জল হোসেন, ভাইস চেয়ারম্যান কাজীবুল ইসলাম ও মমতাজ বেগম, কৃষি কর্মকর্তা মেহেদী হাসান, আবাসিক মেডিকেল অফিসার তারিকুল ইসলাম, অফিসার ইনচার্জ আতিয়ার রহমানসহ কর্মকর্তাবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

#

কামাল/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৭৫০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩২০০

**আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ**

**জলাবদ্ধতা ও নদী ভাঙন থেকে অনেকাংশে রক্ষা পাবে**

**--ধর্মমন্ত্রী**

ইসলামপুর (জামালপুর), ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি):

ধর্মমন্ত্রী মোঃ ফরিদুল হক খান বলেছেন, ঝুঁকিপূর্ণ এলাকা চিহ্নিত করে দ্রুততম সময়ের মধ্যে স্থায়ী প্রকল্প নেয়া হচ্ছে। আগামী কয়েক বছরের মধ্যে বাংলাদেশের মানুষ অনেকাংশে জলাবদ্ধতা ও নদী ভাঙন থেকে রক্ষা পাবে।

আজ জামালপুরের ইসলামপুরে প্রজাপতি গ্রামে আশ্রয়ন প্রকল্পে সংবর্ধনা ও আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এসব কথা বলেন।

ধর্মমন্ত্রী বলেন, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামী প্রজন্মকে নিয়ে ভাবেন। এজন্য তিনি দূরদর্শী পদক্ষেপ নেন। তিনি আগামীর বাসযোগ্য বিশ্বমানের সুবিধা সংবলিত বাংলাদেশ গড়তে চান। তিনি ডেল্টাপ্লান ২১০০ বাস্তবায়নেরও ঘোষণা দিয়েছেন। এ মহাপরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে সারাদেশে নদীভাঙন ও জলাবদ্ধতার কোন সমস্যাই থাকবে না।

ফরিদুল হক খান বলেন, বাংলার মানুষ বঙ্গবন্ধু কন্যা শেখ হাসিনাকে টানা চারবারসহ পঞ্চমবারের মতো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত করেছেন। তিনি বাংলার মানুষের মুখে হাসি ফোটাবার লক্ষ্যে কাজ করে যাচ্ছেন। আমাদের প্রয়োজন তাঁর হাতকে শক্তিশালী করা। তাঁর হাতকে শক্তিশালী করতে পারলে এই দেশ নিশ্চয়ই বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলাদেশ হবে। এই দেশ সত্যিকার অর্থে স্মার্ট বাংলাদেশ হবে।

ধর্মমন্ত্রী আরো বলেন, বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বাংলাদেশ বিশ্বে অনন্য মর্যাদা পেয়েছে। তাঁর আমলেই পদ্মাসেতু হয়েছে, দুর্গম চরাঞ্চলে বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়া হয়েছে। তাঁর নেতৃত্বে আমরা ক্ষুধামুক্ত, দারিদ্র্যমুক্ত, সন্ত্রাসমুক্ত ও জঙ্গিবাদমুক্ত বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।

এর পূর্বে মন্ত্রী ইসলামপুর উপজেলার সাপধরী ইউনিয়নের বিভিন্ন দুর্গম এলাকা পরিদর্শন করেন।

সাপধরী ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি খলিলুর রহমানের সভাপতিত্বে এ অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে উপজেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক এড. আব্দুস ছালাম, সহসভাপতি জামাল আবু নাছের চৌধুরী চার্লেস, সাংগঠনিক সম্পাদক আঃ খালেক আকন্দ প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন।

#

আবুবকর/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৮১৮ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৯৯

**বিশ্বব্যাপী অপতথ্য ও ভুল তথ্য প্রতিরোধে যৌথভাবে কাজ করবে বাংলাদেশ ও তুরস্ক**

**---তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি):

বিশ্বব্যাপী অপতথ্য ও ভুল তথ্য প্রতিরোধে বাংলাদেশ ও তুরস্ক যৌথভাবে কাজ করবে বলে জানিয়েছেন তথ্য ও সম্প্রচার প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আলী আরাফাত।

আজ তুরস্কের ইস্তাম্বুলে ইসলামি সহযোগিতা সংস্থা (ওআইসি)-এর সদস্য দেশগুলোর তথ্যমন্ত্রীদের ইসলামিক সম্মেলনের বিশেষ অধিবেশনের পূর্বে তুরস্কের যোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ফাহরেতিন আলতুনের সাথে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক শেষে প্রতিমন্ত্রী এ কথা জানান ।

বৈঠকে প্রতিমন্ত্রী বলেন, সারা বিশ্বে অপতথ্য ও বিভ্রান্তিকর তথ্যের প্রচার লক্ষ্য করা যাচ্ছে। অনেক সময় উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এগুলো ছড়ানো হচ্ছে। বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশও এর নেতিবাচক শিকার। অপতথ্য ও ভ্রান্ত তথ্য প্রতিরোধ তাই এখন একটি বৈশ্বিক চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে বাংলাদেশ ও তুরস্ক দুদেশের মধ্যে যৌথ সহযোগিতার ক্ষেত্র তৈরি হতে পারে। তথ্য ও অভিজ্ঞতা বিনিময়, প্রযুক্তিগত সহায়তাসহ অপরাপর সহযোগিতার বিষয়ে দুই দেশ একসাথে কাজ করতে পারে।

তথ্য প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ফিলিস্তিনের গাজায় যেভাবে ক্রমাগত বিভ্রান্তিকর অপতথ্য ছড়ানোর ঘটনা ঘটছে, তা বিশ্ব খুব কমই দেখেছে। এই ধরণের অপতথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের জন্য, প্রতিরোধ গড়ে তোলার জন্য সম্মিলিত প্রচেষ্টা প্রয়োজন।

দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে অপতথ্য ও ভুল তথ্য প্রচারের বিরুদ্ধে বাংলাদেশ ও তুরস্ক যৌথভাবে কাজ করার ব্যাপারে বাংলাদেশর তথ্য প্রতিমন্ত্রীকে আশ্বস্ত করেন তুরস্কের যোগাযোগ অধিদপ্তরের প্রেসিডেন্ট অধ্যাপক ফাহরেতিন আলতুন।

#

ইফতেখার/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৮১০ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৯৮

**বাজার কারসাজির বিরুদ্ধে ইশতেহার অনুযায়ী কঠোর ব্যবস্থা নেবে সরকার**

**---পররাষ্ট্রমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি):

পররাষ্ট্রমন্ত্রী ও আওয়ামী লীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ড. হাছান মাহমুদ বলেছেন, নির্বাচনি ইশতেহারে আমরা বলেছিলাম, দ্রব্যমূল্য যেন মানুষের ক্রয়ক্ষমতার মধ্যে থাকে সেটি আমাদের প্রায়োরিটি বা অগ্রাধিকার। এই সরকারের যাত্রার শুরু থেকে সেই অগ্রাধিকার নিয়ে আমরা কাজ করছি এবং বাজারের অসাধু সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে সরকার সব রকম ব্যবস্থা নেবে।

ভারত থেকে ৫০ হাজার মেট্রিক টন পেঁয়াজ দেশে আসছে উল্লেখ করে মন্ত্রী বলেন, রোজার আগেই কিছু পেঁয়াজ বাজারে ঢুকবে, কাজেই বাজার মোটামুটি স্থিতিশীল আছে।

আজ রাজধানীতে জাতীয় সংসদ ভবন প্রাঙ্গণে এলডি হল চত্বরে ‘রাঙ্গুনিয়া সমিতি, ঢাকা’ আয়োজিত সংবর্ধনা, মেজবান ও মিলনমেলা ২০২৪ অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তৃতা শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী এ সব কথা বলেন।

পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বাজারের অসাধু-লোভাতুর সিন্ডিকেট কারণে-অকারণে নানা অজুহাতে বিভিন্ন পণ্যের মূল্য বৃদ্ধি করে। আমরা দেখেছি, একটি কোল্ড স্টোরেজের ভেতর থেকে দেড় লাখ ডিম উদ্ধার করা হয়েছে। অতীতে পেঁয়াজের সংকট তৈরি করা হয়েছিল। আবার যখন বিদেশ থেকে পেঁয়াজ আমদানি করা হলো, বাজারে পেঁয়াজ সয়লাব হয়ে গেলো, তখন স্টোরেজ থেকে জমিয়ে রাখা পচা পেঁয়াজ ফেলে দেওয়া হয়েছে। এই ধরনের সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে আমাদের সরকার সমস্ত ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

হাছান মাহ্‌মুদ বলেন, যারা সরকারকে টেনে নামাতে চায়, এই সিন্ডিকেটের সাথে তারাও যে যুক্ত, সেটিও সঠিক। তবে আপনারা দেখছেন, বাজার মোটামুটি স্থিতিশীল আছে। ‘কেবল পাইকারি বিক্রেতা না, খুচরা বিক্রিতাদের মধ্যেও একটু বেশি মুনাফা করার প্রবণতা দেখা দিয়েছে’ উল্লেখ করে তিনি বলেন, আমরা এটির বিরুদ্ধে জনগণকে সচেতন হতে বলেছি। সরকারও সর্বাত্মক ব্যবস্থা নেবে।

বিএনপি নেতা নজরুল ইসলাম খান বলেছেন, যে বর্তমান সরকার পরিবর্তন হবেই -এ বিষয়ে আপনার মন্তব্য কী, জানতে চাইলে পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, ‘সরকার তো অবশ্যই পাঁচ বছর পর পরিবর্তন হবে। তখন দেশে নির্বাচন হবে, তারপর নতুন সরকার গঠন করা হবে। আশা করি জনগণের ভোটে সেই সরকারেরও প্রধান হবেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।’

এর আগে প্রধান অতিথির বক্তৃতায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী হাছান মাহ্‌মুদ রাঙ্গুনিয়া সমিতি, ঢাকা'র সেবামূলক কার্যক্রম ও বিভিন্ন নিয়মিত আয়োজনের প্রশংসা করেন।

রাঙ্গুনিয়া সমিতি, ঢাকা'র সভাপতি মোঃ গিয়াস উদ্দিন খাঁনের সভাপতিত্বে দ্বাদশ জাতীয় সংসদের হুইপ সাইমুম সরওয়ার কমল, পররাষ্ট্র সচিব মাসুদ বিন মোমেন, চট্টগ্রাম সমিতি-ঢাকা'র সভাপতি মোহাম্মদ মুসলিম চৌধুরী ও সাধারণ সম্পাদক ইঞ্জিনিয়ার উজ্জ্বল মল্লিক বিশেষ অতিথি হিসেবে অনুষ্ঠানে যোগ দেন।

রাঙ্গুনিয়া সমিতির নেতৃবৃন্দ এ সময় রাঙ্গুনিয়ার সন্তান চট্টগ্রাম ৭ আসনের সংসদ সদস্য পররাষ্ট্রমন্ত্রী ড. হাছান মাহমুদের হাতে সংবর্ধনা স্মারক তুলে দেন। পরে আয়োজক ও অতিথিদের সাথে নিয়ে সমিতির 'গুমাই' স্মরণিকার মোড়ক উন্মোচন করেন মন্ত্রী।

#

আকরাম/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৮১২ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৯৭

**দুর্যোগের কথা মাথায় রেখেই স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে**

**---- দুর্যোগ প্রতিমন্ত্রী**

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন (২৪শে ফেব্রুয়ারি) :

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ প্রতিমন্ত্রী মো. মহিববুর রহমান বলেছেন, বাংলাদেশের ভৌগোলিক অবস্থানের কারণে বিভিন্ন সময়ে আমাদের প্রাকৃতিক দুর্যোগের মধ্যে পড়তে হয়। তাই প্রাকৃতিক দুর্যোগের কথা মাথায় রেখেই বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলাদেশ ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।

প্রতিমন্ত্রী আজ বনানীর ডিএনসিসি সুপার মার্কেট সংলগ্ন এলাকায় জাতীয় দুর্যোগ প্রস্তুতি দিবস-২০২৪ উপলক্ষ্যে ‘ভূমিকম্প ও অগ্নিকাণ্ড বিষয়ক সচেতনতা বৃদ্ধির মহড়া’ শীর্ষক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

প্রতিমন্ত্রী বলেন, বাংলাদেশের দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা বর্তমানে একটি মডেল হিসেবে দাঁড়িয়েছে। দেশকে দুর্যোগ সহনীয় এমন একটি ব্যবস্থাপনায় আমরা নিয়ে এসেছি যে আজ বাংলাদেশ দুর্যোগ মোকাবিলায় সারা বিশ্বে একটি রোল মডেল।

প্রতিমন্ত্রী আরো বলেন, ফায়ার সার্ভিস অ্যান্ড সিভিল ডিফেন্সের কর্মীরা আজ দুর্যোগ মোকাবিলার যে মহড়া দেখিয়েছেন সেটা অব্যাহত রাখতে হবে। যত মহড়া হবে ততই দক্ষতা অর্জন হবে। ফলে মানুষের মধ্যে আত্মবিশ্বাস বাড়বে। বিভিন্ন অগ্নিকাণ্ডে আমাদের এই ফায়ার সার্ভিস তাদের সক্ষমতা দেখিয়েছে। এই সক্ষমতা ও দক্ষতাকে আরো বাড়াতে হবে। ভবিষ্যতে যেকোনো দুর্যোগে আমাদেরকে প্রস্তুত থাকতে হবে।

ফায়ার সার্ভিসকে উদ্দেশ্য করে প্রতিমন্ত্রী বলেন, আপনারা আপনাদের কাজ চালিয়ে যান। আপনাদের জনবল, প্রশিক্ষণ, যন্ত্রপাতি যত কিছু দরকার প্রধানমন্ত্রী এই বিষয়ে সচেতন রয়েছেন।

মহড়ায় বনানী ডিএনসিসি সুপার মার্কেটে অগ্নিকাণ্ড ঘটলে কীভাবে মানুষকে উদ্ধার করা হবে কিংবা দুর্যোগ ঘটলে কী করা করা উচিত সেই বিষয়ের বিভিন্ন কলাকৌশল দেখানো হয়।

দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণ মন্ত্রণালয়ের সচিব মোঃ কামরুল হাসানের সভাপতিত্বে আলোচনা সভায় বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা অধিদপ্তরের মহাপরিচালক মোঃ মিজানুর রহমান এবং অতিরিক্ত সচিব (পরিকল্পনা ও উন্নয়ন) এবিএম সফিকুল হায়দার।

#

সেলিম/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৭৫২ঘণ্টা

তথ্যববিরণী নম্বর: ৩১৯৬

**কোভিড-১৯ সংক্রান্ত সর্বশেষ প্রতিবেদন**

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি):

স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের তথ্যানুযায়ী শুক্রবার সকাল ৮টা থেকে আজ সকাল ৮টা র্পযন্ত ২৪ ঘণ্টায় দেশে ৩৭ জনের শরীরে করোনা সংক্রমণ পাওয়া গেছে। নমুনা পরীক্ষার বিপরীতে রোগী শনাক্তের হার ১০ দশমকি ২২ শতাংশ। এ সময় ৩৬২জনের নমুনা পরীক্ষা করা হয়েছে।

গত ২৪ ঘণ্টায় কোভিড-১৯ আক্রান্ত হয়ে কেউ মারা যায়নি। এ পর্যন্ত ২৯ হাজার ৪৮৮ জন করোনায় মৃত্যুবরণ করেছেন। করোনা ভাইরাস আক্রান্তদের মধ্যে এখন পর্যন্ত সুস্থ হয়েছেন ২০ লাখ ১৫ হাজার ২৫৯ জন।

#

দাউদ/পাশা/সায়েম/সঞ্জীব/শামীম/২০২৪/১৭৪০ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৯৫

**শিক্ষা মানুষের সকল সুযোগের দ্বার উন্মোচন করে**

**---গণপূর্ত মন্ত্রী**

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি):

গৃহায়ন ও গণপূর্ত মন্ত্রী র আ ম উবায়দুল মোকতাদির চৌধুরী বলেছেন, শিক্ষা মানুষের সকল সুযোগের দ্বার উন্মোচন করে, মানুষের অন্তর বিকশিত করে ও প্রতিষ্ঠা লাভের ভিত্তি তৈরি করে।

আজ ব্রাহ্মণবাড়িয়া সদর উপজেলার চিনাইরে অবস্থিত বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ডিগ্রি কলেজ মাঠে আয়োজিত শিশু মেলার উদ্বোধন ও শিশু মেধা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে মন্ত্রী এ কথা বলেন।

তিনি বলেন, শিক্ষার গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা সবার জন্য শিক্ষার সুযোগ নিশ্চিত করেছেন। তিনি বিপুল সংখ্যক স্কুল কলেজ জাতীয়করণ ও এমপিওভুক্ত করেছেন। নারী শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে তিনি ডিগ্রি পর্যন্ত মেয়েদের শিক্ষা অবৈতনিক করেছেন এবং উপবৃত্তি ব্যবস্থা চালু করেছেন। ইতোমধ্যে দেশ ও জাতি এসব সুদূরপ্রসারী উদ্যোগের সুফল পেতে শুরু করেছে।

মন্ত্রী বলেন, এই মেধা বৃত্তি প্রদান অনুষ্ঠানে ইতোপূর্বে অনেক প্রতিথযশা ব্যক্তিকে অতিথি হিসেবে নিয়ে আসা হয়েছে। তাদের জ্ঞানগর্ভ আলোচনা এবং তাদের শিক্ষা ও কর্মের দ্বারা শিশুরা অনুপ্রাণিত হবে ও ভবিষ্যৎ সুনাগরিক হিসেবে গড়ে উঠবে।

মন্ত্রী আরো বলেন, প্রত্যেকটি শিশুকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা এবং স্বাধীনতার মর্ম উপলব্ধি করতে হবে। দেশ ও দেশের মানুষের জন্য কাজ করার মানসিকতা নিয়ে গড়ে উঠতে হবে। তবেই বাংলাদেশ প্রকৃত সোনার বাংলা হিসেবে বিশ্বের দরবারে পরিচিতি লাভ করবে।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক, ব্রাহ্মণবাড়িয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ট্রেজারার এবং চিনাইর শিশু মেধাবৃত্তি ফাউন্ডেশনের সভাপতি প্রফেসর ফাহিমা খাতুনের সভাপতিত্বে আয়োজিত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জাতিসত্বার কবি বাংলা একাডেমির মহাপরিচালক কবি মুহাম্মদ নুরুল হুদা।

বিশেষ অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, তুর্কমেনিস্তান থেকে শুরু করে তাজিকিস্তান, উজবেকিস্তান ও আফগানিস্তান হয়ে ৭ হাজার বছরের বর্ণিল পথ পরিক্রমায় বাংলা ভাষা এতদঞ্চলে বিকাশ লাভ করেছে। বাঙালি ও বাংলা ভাষার প্রতি মমত্ববোধ থেকেই ভাষা আন্দোলন মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং একটি উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণের প্রচেষ্টা চলমান। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে আগামী ২০৪১ সালের মধ্যে সকলের প্রচেষ্টায় একটি উন্নত সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে উঠবে বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

অনুষ্ঠানে বিভিন্ন ক্যাটেগরিতে প্রথম থেকে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত মোট ২৩৫ জন শিক্ষার্থীর মাঝে বৃত্তির টাকা ও সার্টিফিকেট তুলে দেওয়া হয়।

#

রেজাউল/সায়েম/সঞ্জীব/আব্বাস/২০২৪/১৭৫৭ ঘণ্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৯৪

**পরিবেশবান্দব ব্লক ইট তৈরিতে প্রণোদনা প্যাকেজ ঘোষণা করবে সরকার**

**- পরিবেশমন্ত্রী**

ফেনী, ১১ ফাল্গুন, (২৪শে ফেব্রুয়ারি) :

পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন মন্ত্রী সাবের হোসেন চৌধুরী বলেছেন, পরিবেশবান্ধব ব্লক ইট তৈরিতে উদ্যোক্তাদের প্রণোদনা দিতে  বিভিন্ন প্যাকেজ ঘোষণা করবে সরকার। ইটভাটা মালিকরা চাইলে প্যাকেজগুলো গ্রহণ করতে পারবে। সকল বায়ুদূষণকারী ও কৃষিজমির মাটি ক্ষয়কারী ইটভাটা বন্ধ করে আধুনিক পদ্ধতির ব্লক ইটের ব্যবহার পুরোপুরি চালু করতে এ পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে । ইটভাটাগুলো যাতে আর চালু না হতে পারে, সেই ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হচ্ছে। তিনি আরো বলেন, পৌরসভাগুলোর বর্জ্য রিসাইকেল করার জন্য নির্দিষ্ট স্থান করে দেয়া হবে।  
 আজ ফেনী সার্কিট হাউসে বন অধিদপ্তর ও পরিবেশ অধিদপ্তরের কর্মকর্তাদের সাথে মতবিনিময় সভা শেষে গণমাধ্যম কর্মীদের প্রশ্নের জবাবে পরিবেশমন্ত্রী এসব কথা বলেন।

মতবিনিময় সভায় মন্ত্রী প্লাস্টিকের ব্যবহার বন্ধসহ পরিবেশ দূষণরোধে কার্যকর পদক্ষেপ নেওয়ার জন্য সংশ্লিষ্টদের নির্দেশ দেন। তিনি বলেন, পরিবেশ ছাড়পত্র না নিলে দ্রুত ব্যবস্থা নিতে হবে এবং ছাড়পত্র প্রদানে দীর্ঘসূত্রিতাও পরিহার করতে হবে। চিকিৎসা বর্জ্য ও পৌর বর্জ্য প্রতিদিন পরিষ্কার করা হচ্ছে কিনা তদারকি করতে হবে। তিনি জবরদখলকৃত বনভূমি উদ্ধার এবং নগর ও উপকূলীয় বনায়নের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য বিভাগীয় বন কর্মকর্তাকে নির্দেশ দেন।

ফেনীর জেলা প্রশাসক শাহীনা আক্তারের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মতবিনিময় সভায় আরো উপস্থিত ছিলেন বিআরটিএর চেয়ারম্যান নুর মোহাম্মদ, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার দীন মোহাম্মদ, অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অভিষেক দাশ, বিভাগীয় বন কর্মকর্তা রুহুল আমিন এবং ফেনী পরিবেশ অধিদপ্তরের উপপরিচালক শওকত আরা কলি প্রমুখ।

#

দীপংকর/রবি/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৩২২ ঘন্টা

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৯৩

**চলতি মৌসুমে রংপুর অঞ্চলে ২২১ হেক্টর জমিতে সূর্যমুখী চাষ**

রংপুর, ১১ ফাল্গুন, (২৪শে ফেব্রুয়ারি) :

সরকারের প্রণোদনা কর্মসূচি ও কৃষকদের উদ্বুদ্ধকরণের মাধ্যমে রংপুর অঞ্চলে সূর্যমুখী চাষ বৃদ্ধি পেয়েছে।

চলতি মৌসুমে রংপুর অঞ্চলে ২২১ হেক্টর জমিতে সূর্যমুখী আবাদ করা হয়েছে, যা গত মৌসুমের চেয়ে ২৬ হেক্টর বেশি। এ অঞ্চলে সবচেয়ে বেশি সূর্যমুখী আবাদ হয়েছে কুড়িগ্রাম জেলার ১০৮ হেক্টর জমিতে। এছাড়া, রংপুরে ৪৩ হেক্টর, গাইবান্ধায় ৬৯ হেক্টর ও নীলফামারীতে ১ হেক্টর জমিতে সূর্যমুখী আবাদ করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, সূর্যমুখী সাধারণত সব মাটিতেই চাষ করা যায়। তবে, দোআঁশ মাটি সূর্যমুখী চাষের জন্য সবচেয়ে বেশি উপযোগী। সূর্যমুখীর বীজে লিনোলিক এসিড ও উন্নতমানের তৈল থাকে, যা হৃদরোগীদের জন্য খুবই উপকারী। এছাড়া, সূর্যমুখীর তেলের রয়েছে নানাবিধ ঔষধি গুণ। সূর্যমুখীর খৈল গোরু ও মহিষের উৎকৃষ্টমানের খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয়। সূর্যমুখীর গাছ ও পুষ্পস্তবক জ্বালানি হিসেবেও ব্যবহৃত হয়।

#

মামুন/রবি/আলী/মানসুরা/২০২৪/১৩২২ ঘন্টা

তথ্যববিরণী নম্বর : ৩১৯২

**ডেটা বিক্রি ও প্রসেস রোধে ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন করা হচ্ছে**

**- প্রতিমন্ত্রী পলক**

যশোর ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি):

  ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি প্রতিমন্ত্রী জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেছেন, অজান্তে আমাদের ডেটা বিক্রি ও প্রসেস করে কেউ যেনো ব্যবস্যা করতে না পারে সেজন্য ব্যক্তিগত উপাত্ত সুরক্ষা আইন করা হচ্ছে। আর্থিক লেনদেনের তথ্য, সোশ্যাল মিডিয়ার তথ্য, ব্যক্তিগত পছন্দ-অপছন্দ ইত্যাদির তথ্য যেনো কারো সম্মতি ছাড়া দেশের বাইরে, ব্যবস্যায়িক কাজে অথবা সংগঠনের কাজে ব্যবহৃত না হয় সেজন্য দেশের তথ্য দেশে রাখার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি উল্লেখ করেন।

প্রতিমন্ত্রী গতকাল যশোরে অ্যাকজেনটেক পিএলসি কর্তৃক আয়োজিত ‘টায়ার-৪ ডেটা সেন্টার সাইফার’ এর উদ্বোধন অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন।

  প্রতিমন্ত্রী বলেন, বঙ্গবন্ধুকন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার দূরদর্শী ও সৃজনশীল নেতৃত্বে এবং প্রধানমন্ত্রীর আইসিটি বিষয়ক উপদেষ্টা সজীব ওয়াজেদ জয়ের তত্ত্বাবধানে ডিজিটাল বাংলাদেশ রূপকল্পের সফল বাস্তবায়ন আজ মানুষের জীবনমান ও অর্থনীতিকে গতিশীল করে দিয়েছে। সরকারি অধিকাংশ সেবা এখন একটা পোর্টালে পাওয়া যাওয়ায় খুব সহজেই সেবাগুলো পৌঁছে যাচ্ছে মানুষের হাতের মুঠোয়। প্রযুক্তির বিকাশ ও ব্যবহারে আমাদের শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাণিজ্য ও অর্থনীতিসহ সর্বত্রই এখন ডিজিটাল সেবা পাওয়া যাচ্ছে। এসকল ডিজিটাল সার্ভিস ডেলিভারির ওয়েব, সফটওয়্যার বা ডিজিটাল মাধ্যমে সকল সেবা প্রদানের মূল সম্পদ হচ্ছে ডেটা। সেজন্য বলা হয়ে থাকে, ‘Data is the next currency’।

জুনাইদ আহ্‌মেদ পলক বলেন, ১৭ কোটি মানুষের বাংলাদেশে ১৩ কোটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারী এবং প্রতিমুহুর্তে মূল্যবান ডেটা সরবরাহ করা হচ্ছে। যদি এই ডেটার নিরাপত্তা, মজুদ, লোকালাইজেশন ও প্রসেস করতে পারা যায়, তাহলে ডেটা ড্রিভেন ও ডিসিশন মেকিং স্মার্ট সরকার ব্যবস্থা গড়ে তোলা সহজ হবে এবং বেসরকারিখাতে ব্যবসার আরো অনেক সুযোগ তৈরি হবে। পাশাপাশি দেশের ও নাগরিকদের ডেটা অনুমতি ব্যতীত আর কেউ ব্যবহার করতে পারবে না এবং সুরক্ষা নিশ্চিত হবে। তিনি আরো বলেন, আগামীর উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশের ব্রেইন হবে আমাদের অত্যাধুনিক ডেটা সেন্টারগুলো। ডেটাসেন্টারে স্টোর হবে এবং সেই ডেটা অ্যানালাইসিস ও প্রসেস করে নতুন নতুন সম্ভাবনাময় সুযোগ সৃষ্টি হবে।

অনুষ্ঠানে বাংলাদেশ হাই-টেক কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জিএসএম জাফরউল্লাহের সভাপতিত্বে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন অ্যাকজেনটেক পিএলসি'র এমডি ও সিইও আদিল হোসেন নোবেল, অ্যাকজেনটেক বোর্ড চেয়ারম্যান রাজীব শেঠি এবং পরিচালক সাহেদ আলম।

#

নাজির/রবি/আলী/মানসুরা/২০২৪/১০৪০ ঘণ্টা

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর : ৩১৯০

**জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবসে প্রধানমন্ত্রীর বাণী**

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি) :

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আগামীকাল ২৫ ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস' উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“স্মার্ট হবে স্থানীয় সরকার, নিশ্চিত করবে সেবার অধিকার' এই প্রতিপাদ্যে ২৫ ফেব্রুয়ারি ২০২৪ দ্বিতীয়বারের মতো ‘জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস' উদ্‌যাপিত হচ্ছে জেনে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। এই শুভক্ষণে আমি স্থানীয় সরকার বিভাগ ও স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহের সকল সদস্য এবং এদেশের জনগণকে জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন । এ দিবসের মাধ্যমে জনগণকে সেবা প্রদানের নতুন দ্বার উন্মোচিত হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি ।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উন্নয়ন দর্শনের মাধ্যমে এদেশে স্থানীয় সরকারের মূল ভিত্তিভূমি রচিত হয়, যা তিনি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে এবং প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় সুস্পষ্ট করেন। প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার একটি অন্যতম পরিকল্পনা ছিলো- ‘নতুন স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো রাস্তা, ড্রেন, ও সেচ ব্যবস্থার অবকাঠামো তৈরি ও রক্ষণাবেক্ষণ, জনস্বাস্থ্য, স্যানিটেশন শিক্ষা এবং সমাজকল্যাণ পরিষেবা সরবরাহ করার জন্য দায়বদ্ধ থাকবে।' সে পরিক্রমায় সারাদেশে সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান বহুমাত্রিক ও বিপুল কার্যক্রমে কর্মতৎপর ও নিবেদিত।

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার গঠন করে জাতির পিতার প্রদর্শিত পথে দেশের উন্নয়নে মনোনিবেশ করি। আমরাই প্রথম ১৯৯৬ সালে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানটিকে সক্রিয় ও গণমুখী প্রতিষ্ঠানে রূপ দিতে জেলা পরিষদ আইন, ২০০০ প্রণয়ন করি। স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে অধিকতর আর্থিক ও প্রশাসনিক ক্ষমতা প্রদান করি ৷

বিগত সরকার ২০০৬-০৭ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগে ৫ হাজার ৭৯৯ দশমিক ৩৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করে। আমরা স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠাগুলোকে শক্তিশালীকরণের লক্ষ্যে ২০০৯-১০ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগে ৮ হাজার ২১২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করি। যার মধ্যে উন্নয়নখাতে ৬ হাজার ৯৫৬ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়। ২০২৩-২৪ অর্থবছরে স্থানীয় সরকার বিভাগে ৪৬ হাজার ৭০৩ দশমিক ৯২ কোটি টাকা বরাদ্দ প্রদান করা হয়েছে, এরমধ্যে উন্নয়ন ব্যয় হিসেবে ৪০ হাজার ৫০২ দশমিক ৯২ কোটি টাকার সংস্থান রয়েছে। আওয়ামী লীগ সরকারের এক যুগের ধারাবাহিকতায় স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে বাজেট বরাদ্দের পরিমাণ প্রায় ৬ গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে, যা একটি বিরাট মাইলফলক।

আমরা গত ১৫ বছরে ৭৫ হাজার ৮২৫ কিলোমিটার গ্রামীণ সড়ক, ১ হাজার ৭৬৭টি ইউনিয়ন পরিষদ কমপ্লেক্স ভবন, ২ হাজার ৮৭৪টি গ্রোথ সেন্টার ও হাটবাজার উন্নয়ন, ১ হাজার ৬৫৪টি বহুমুখী দুর্যোগ আশ্রয়কেন্দ্র নির্মাণ করেছি। একই সময়ে সুপেয় পানি সরবরাহ, স্যানিটেশন ও বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়নে ৮৯টি প্রকল্প গ্রহণ করা হয়েছে। সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানে বিপুল কর্মপ্রবাহ আজ দৃশ্যমান। ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে স্থানীয় সরকারকে স্মার্ট ও সেবামুখী করতে হবে।

আসুন, সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের স্বপ্নের ক্ষুধা-দারিদ্র্যমুক্ত ও উন্নত-সমৃদ্ধ সোনার বাংলাদেশ তথা স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তুলি ।

আমি ‘জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস' এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

শাহানা/রবি/আলী/মানসুরা/২০২৪/১১২০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ

**আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ**

তথ্যবিবরণী নম্বর: ৩১৮৯

**জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবসে রাষ্ট্রপতির বাণী**

ঢাকা, ১১ ফাল্গুন (২৪ ফেব্রুয়ারি):

রাষ্ট্রপতি মোঃ সাহাবুদ্দিন আগামীকাল ২৫ ফেব্রুয়ারি ‘জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস’ উপলক্ষ্যে নিম্নোক্ত বাণী প্রদান করেছেন:

“স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের স্থানীয় সরকার বিভাগ কর্তৃক ‘জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস ২০২৪’ পালনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান শোষিত, বঞ্চিত ও নিপীড়িত জনতার মুক্তির জন্য আজীবন সংগ্রাম করেছেন। স্বাধীনতার পরপরই জাতির পিতার দিকনির্দেশনায় বাংলাদেশের সংবিধানের ৫৯ ও ৬০ অনুচ্ছেদে বর্ণিত স্থানীয় শাসনের বিধানের আলোকে নাগরিক সেবা মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত হয় স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্ৰণালয়। জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে পরিচালিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ কাঙ্খিত সেবা প্রদানের ক্ষেত্রে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে বদ্ধপরিকর। আমি আশা করি, জাতির পিতার স্বপ্নের সোনার বাংলা বিনির্মাণে ও উন্নত নাগরিক সেবা প্রদানে সিটি কর্পোরেশন, জেলা, উপজেলা, পৌরসভা ও ইউনিয়ন এই পাঁচ স্তরের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের নির্বাচিত জনপ্রতিনিধি ও কর্মকর্তাগণ আন্তরিক প্রয়াস অব্যাহত রাখবেন।

আমি আশা করি, জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবসে স্থানীয় সরকার ও সাধারণ জনগণের মেলবন্ধন হবে আরো দৃঢ় এবং সেবাপ্রাপ্তি সহজ ও নিরবচ্ছিন্ন। চতুর্থ শিল্প বিপ্লবের এই বৈশ্বিক আবহে স্থানীয় সরকারকে হতে হবে প্রযুক্তিনির্ভর এবং কর্মসম্পাদনে সদা তৎপর। মাটি ও মানুষের সঙ্গে গড়ে তুলতে হবে আরো নিবিড় সম্পর্ক। আধুনিক ও স্মার্ট প্রযুক্তিতে অধিকতর দক্ষতা ও সক্ষমতা অর্জন করে স্থানীয় সরকার বিভাগ নিরাপদ পানি, স্যানিটেশন, শিক্ষা, চিকিৎসা, সামাজিক নিরাপত্তা, অবকাঠামো উন্নয়ন প্রভৃতি সেবা জনগণের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিবে- এটাই সকলের প্রত্যাশা। দিবসটির এবারের প্রতিপাদ্য ‘স্মার্ট হবে স্থানীয় সরকার, নিশ্চিত করবে সেবার অধিকার' যথার্থ হয়েছে বলে আমি মনে করি।

আমি ‘জাতীয় স্থানীয় সরকার দিবস ২০২৪’ এর সার্বিক সাফল্য কামনা করছি।

জয় বাংলা।

খোদা হাফেজ, বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।”

#

রাহাত/রবি/আলী/মানসুরা/২০২৪/১১০০ ঘন্টা

আজ বিকাল পাঁচটার আগে প্রচার করা নিষেধ